সংবাদ

তারিখ 13 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

পাঠ্যভুক্ত হলো বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী

মাহমুদুল বাসার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের পাঠ্যসূচিতে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আরও পাঁচ মনীষীর আত্মজীবনী পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে বলে বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে গিয়ে এই বইগুলো পাঠ্য হিসেবে পাবে।

পাঠ্যভুক্ত অন্য গ্রন্থগুলো হলো গান্ধীর 'অটোবায়োগ্রাফি', এন.সি চৌধুরীর (ড. নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী) 'মাই বার্থ প্লেস', মার্টিন লুথার কিং এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম', শাহীদ চৌধুরীর 'টেগর এ্যাট অক্সফোর্ড'।

চলতি বছরের শুরুতে পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করার জন্য একটি কমিটি করা হয়। বিভাগের সভাপতি প্রফেসর কামাল উদ্দিনকে প্রধান করে আরও ১০ সিনিয়র শিক্ষক কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটিকে সহযোগিতা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. কায়সার হামিদুল হক। এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি প্রফেসর কামাল উদ্দিন বলেন, 'গত এক বছর আগে এ বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই এটি আমার মাথায় আসে। পরে সিনিয়র শিক্ষকদের সহযোগিতায় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করি।

আর কয়েকদিন পরই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। আর মাত্র ৪ বছর পর ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। ৮০ বছরের সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক তার জন্মদিনে আবেগ প্রকাশ করে বলেছেন 'ততদিন আমি যেন বেঁচে থাকি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ৭ মার্চের বক্তৃতায় বলেছেন, 'লেখক ও ইতিহাসবিদ জেকব এফ ফিল্ডের বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে। অসংখ্য ভাষায় অনূদিত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষ করে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে, আলোর দিশারিতে পরিণত হয়েছে।' শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'বিশ্বের ইতিহাসে আড়াই হাজার বছরের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলোর মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণ অন্যতম।' (সংবাদ- ৮/৩/১৬)

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির জীবনে না ঘটলে এতদিনে বঙ্গবন্ধুর মূল্যবোধ বাঙালি জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। এতদিনে বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হতো। একটা কথা ভেবে আনন্দিত হচ্ছি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছিল, পাকিস্তানের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় পরিণত করেছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে বঙ্গবন্ধু পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হলেন। এখন দরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইতিহাস বিভাগে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা।

আমরা বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে সতর্ক হতে অনুরোধ জানাবো যেন তাড়াহুড়া করে ক্ষমতার জোর দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুকে পাঠ্যসূচিতে চাপিয়ে না দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অনিবার্য তাগিদে এবং ইতিহাস বিকৃতি রোধের পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলবার পরিশীলিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে।

আমরা মনে প্রাণে চাই যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে না তখনো যেন কোন সরকার বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার সুযোগ না পায়। এমন একটি লক্ষ্য সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজটি হোক। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শস্তা কিছু হোক তা চাই না। আমরা চাই জাতির পিতা হিসেবে তার পরিচ্ছন্ন মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হোক। সপরিবারে নিহত হওয়ারর পূর্বে বঙ্গবন্ধুর খুনিরা কয়েকবার তার বাসভবন রেকি করে যা কিছু সামান্য অস্ত্র ছিল নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে তাও মিথ্যা কথা বলে নিয়ে যায়। ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার সম্পূর্ণ একটি বেসরকারি বাসভবনে ছিলেন এবং নিরস্ত্র, অসহায় ছিলেন। সে অবস্থায়ও তিনি বলদর্পী খুনিদের কাছে মাথানত করেননি। প্রাণের মায়ায় তিনি বেঁচে থাকার প্রার্থনা করেননি, এমন কি তার পত্নীও, বলেছিলেন, 'আমাকেও ওর সঙ্গে মেরে ফেলো।' শুধু নাবালগ ছেলেটি বলেছিল, আমাকে মেরো না।'

এই দৃশ্যটির বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে সাংবাদিক-লেখক সন্তোষগুপ্ত বঙ্গবন্ধুকে মহিশুরের বীর টিপু সুলতানের সঙ্গে তুলনা করেছেন তার একটি লেখায় (ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন প্রহর ও বঙ্গবন্ধু)। টিপু সুলতান নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, পালাননি। অনুরূপ বঙ্গবন্ধুও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খালি হাতে দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চও পলায়নের ভূমিকা পালন করেননি। একাধিকবার ফাঁসির আসামি হয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে তার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তার নামে মামলা করা হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'শাস্তি থেকে সে রেহাই পাবে না।' তিনি তবুও তার রাজনৈতিক আদর্শকে অটুট রাখার জন্য পলায়নপর কিংবা ভীরুতার পরিচয় দেননি। তার এই অনমনীয় রাজনৈতিক ভূমিকার ইতিহাস জাতির সামনে তুলে দরকার। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা দরকার। সবাই রাজনীতি করবে, সে জন্য নয়, যে যে ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হোক, সে যেন বঙ্গবন্ধুর মত সাহসী, ত্যাগী হয়। মৃত্যুর মতো ভয়াল বিপদের মুখেও যেন সে বঙ্গবন্ধুর মতো ভয়ে পিছপা না হয়। রাজনীতির বাইরেও দেশপ্রেমের পরিচয় দেবার অবকাশ আছে। ৩০ লাখ শহীদের সবাই রাজনীতি করতেন না, শহীদ বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই রাজনীতি করতেন না, অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাই রাজনীতি করতেন না। কিন্তু তাদের সাহস ও ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে এই সাহস ও ত্যাগের শিক্ষাটা নিতে হবে।

[লেখক : কলামিস্ট]